কালের কণ্ঠ

তারিখ 29 OCT 2017
পৃঃ ২০ কলাম ৪

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ফুটপাত ও দোকানে চাঁদাবাজি

ছাত্রলীগের দুই পক্ষে দফায় দফায় সংঘর্ষ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ফুটপাতে দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে গতকাল শনিবার কয়েক দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ছাত্রলীগের পাঁচ কর্মী আহত হয়। সংঘর্ষের সময় দায়িত্বরত পুলিশ ও এক সাংবাদিককে লাঞ্ছনার ঘটনাও ঘটেছে।

আহতরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম ব্যাচের ফিন্যান্স বিভাগের ছাত্র সুজন দাস অর্ক, ইংরেজি বিভাগের নবম ব্যাচের আশিকুল ইসলাম আশিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দশম ব্যাচের জাওয়াদ ইসলাম, দশম ব্যাচের নৃবিজ্ঞানের সজল এবং দ্বাদশ ব্যাচের নাবিল। আহতদের ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৪

ছাত্রলীগের দুই পক্ষে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের . টিএসসির সামনে মহিউদ্দিন নামের এক ব্যবসায়ীকে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হোসনে মোবারক রিসাদ একটি দোকান বসিয়ে দেন। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জয়নুল আবেদীন রাসেলের কর্মী সুজন দাস অর্ক সেই দোকানে চাঁদা চাইতে যান। দোকানি চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে অর্ক দোকানিকে গালাগাল ও মারধর করেন। বিষয়টি হোসনে মোবারক রিসাদ জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মীদের নিয়ে এসে অর্ককে মারধর করেন।

পরে সংগঠিত হয়ে অর্ক তাঁর পক্ষের ছাত্রলীগকর্মীদের নিয়ে রিসাদের পক্ষের কর্মীদের মারধর করেন। ওই সময় উভয় পক্ষ রড-লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষে জড়ায়। এতে পাঁচজন আহত হন।

ওই সময় সংবাদ সংগ্রহে গেলে একটি জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিক সোহেল হাসানকে লাঞ্ছিত করে এবং তাঁর মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলে ছাত্রলীগকর্মী রাজিব বিশ্বাস। বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্যের ওপরেও হামলা করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।

পরে সন্ধ্যার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি তরিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জয়নুল আবেদীন রাসেলের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এ বিষয়ে সাধারণ সম্পাদক জয়নুল আবেদীন রাসেল বলেন, সভাপতি তরিকুল ইসলামের কর্মী রিসাদ টিএসসিতে একটি দোকান বসিয়ে চাঁদা তোলা শুরু করেন। এতে অর্ক বাধা দিতে গেলে সে অর্কের ওপর সদলবলে হামলা করে।

তবে সভাপতি তরিকুল ইসলাম বলেন, 'ছাত্রলীগের কেউ টিএসসির চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত নয়। ঘটনার বিস্তারিত জেনে পরে সিদ্ধান্ত নেব। এখনো এ বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না।' তবে তিনি বলেন, আহত সবার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. নুর মোহাম্মদ বলেন, 'আমি ঢাকার বাইরে আছি। শুনলাম ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়াধায়ির ঘটনা ঘটেছে। গেটে সার্বক্ষণিক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। বিষয়টা ওনারাই নিয়ন্ত্রণ করেছে। ক্যাম্পাসে যারাই কোনো ধরনের ঝামেলা করবে কাউকে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না।'

ছাত্রলীগের তিনজন বহিষ্কার

এদিকে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জবি শাখা ছাত্রলীগের তিনজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃতরা হচ্ছেন—ছাত্রলীগ জবি শাখা কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হোসেন মোবারক রিশাদ, সুজন দাশ অর্ক ও রাজিব বিশ্বাস। গতকাল বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মো. সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে।